মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ

মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান এমপি।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য শাহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন। বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জজ আদালতের পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষনা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক কে এম শাহিন কবির, আন্ত:ধর্মীয় সংলাপের সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল শাহিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, জেলা ওলামা পরিষদের সহ সভাপতি খাদেমুল ইসলাম, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রষ্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক শ্বাশত নিপ্পন, মেহেরপুর মহাশশ্মানের সভাপতি কাজল দত্ত,পণ্ডের ঘাট মসজিদের ইমাম শাহাজাহান কবির।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হতে পারে মেহেরপুরের জনপদ। ধর্মান্ধতা থেকৈ মুক্ত থাকাই আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানান লেখাগুলো থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যাচাই বাছাই করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এদেশে সংখ্যালঘু বলে কিছূ নেই, সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক।
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা বারবার বলতে হবে। জুম্মার খুৎবায়, ঈদের নামাযে, ওয়াজ মাহফিলে এবং অন্যান্য ধর্মালম্বিদের নিজ নিজ প্রার্থনা কেন্দ্রে সম্প্রীতির ব্যাখ্যাগুলো দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ধর্মপালনের ক্ষেত্রে রসুল(স.) এর মদিনা সনদের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তার ব্যাখ্যাগুলো তুলে ধরতে হবে।

মহররম মাসের যে আমল ধন্য করবে

হিজরি বছরের প্রথম মাস মহররম। মহররম শব্দের অর্থ সম্মানিত। ইসলামের ইতিহাসে এই মাসটি এমন কতগুলো উল্লেখযোগ্য স্মৃতিবিজড়িত, যে স্মৃতিগুলোর সম্মানার্থেই এই মাসকে মহররম বা সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাইতো এ মাসের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে ২টি রোজা রাখা উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হিজরি সনের শুভ সূচনা হয়।

ইসলামি সন তথা হিজরি সন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় ঘটনার অবিস্মরণীয় স্মারক।

হিজরি বছরের প্রত্যেকটি মাসেরই রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। হিজরি সনের প্রথম মাস মহররম। ইসলামে এ মাসের অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। মুহাররম মাস শুধুমাত্র কারবালার ঘটনা স্মরণ করার মাস নয় বরং মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাস ।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রোজা রাখার জন্য এত অধিক আগ্রহী হতে দেখিনি যত দেখেছি এই আশুরার দিন এবং রমজান মাসের রোজার প্রতি।’ (বুখারি)

হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একবার রাসুল (সা.)-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা রমজানের পর সবচেয়ে বেশি রোজা রাখব কোন মাসে? তিনি বলেন, তোমরা যদি রমজানের পর কোনো মাসে রোজা রাখতে চাও, তাহলে মহররম মাসে রাখো। কেননা এটি আল্লাহর মাস। এই মাসে এমন একটি দিন আছে, যেদিন আল্লাহ আগের এক জাতির তাওবা কবুল করেছেন এবং পরবর্তীদের তাওবাও কবুল করবেন। (তিরমিজি, হাদিস: ৭৪০; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৭৪২)

অপর এক হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানের রোজার পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হলো মহররম মাসের রোজা।’ (মুসলিম)

তাই আমরা চেষ্টা করব এ মাস ইবাদত-বন্দেগিতে রত থেকে অতিবাহিত করা। আমরা যেন এমন কিছু না করি যা আমাদেরকে ইসলাম অনুমতি দেয় না। যেমন কান্নাকাটি করা, মাতম-মর্সিয়া করা, শরীরের রক্ত বের করা ইত্যাদি করা থেকে আমরা বিরত থাকব।

১০ মহররমকে কেন্দ্র করে অতিরঞ্জিত কিছু না করে আমরা চেষ্টা করব হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) সত্য প্রচারের যে আদর্শ রেখে গেছেন তা যেন আমরা সব সময় আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি আর এর জন্য আমাদেরকে প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

১০ই মহররমে আমাদের অঙ্গিকার থাকবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে মহররম মাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

মাওলানা আনছার উদ্দিন বেলালীর ইন্তেকাল

মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল,মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও কোর্ট মসজিদের ইমাম মাওলানা আনছার উদ্দিন বেলালী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া চারটার সময় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুমের জানাযা ও দাফনের সময় এখনো জানা যায়নি।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-২

পর্ব-১ এর পর থেকে

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এমন কিছু করার পরিকল্পনা করলেন, যা সমাজের মানুষকে তাদের গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। শহরের সবাই যখন চলে গেল উৎসবে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম গেলেন মন্দিরে। যেখানে তার বাবার নিজ হাতে তৈরি বহু মূর্তির অবস্থান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন নানা আকৃতির, নানা ধরনের মূর্তি রাখা। সবার মাঝখানে রাখা ছিল সবচেয়ে বড় মূর্তিটি। যে কিনা ছিল তাদের প্রধান দেবতা। এরা যদি আসলেই মূর্তি না হয়ে দেবতা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে যদি আমি আক্রমন করি তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। এই বলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বিরাট হাতুড়ি নিয়ে একে একে সব মূর্তি ভাঙতে শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই মূর্তিগুলো নিশ্চুপ। যার প্রাণ নেই তার প্রতিক্রিয়া থাকবে কী করে। একে একে সব মূর্তি ভেঙে তিনি প্রধান মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। একটি ঘর চারপাশে শত শত মূর্তির ভাঙা টুকরো মাঝখানে শুধু একটি প্রকান্ড মূর্তি তার গলায় ঝুলছে এক বিরাট হাতুড়ি। আর তার কিছুদূর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন যুবক। নাম তার ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এবং তাঁর হাত ধরেই পাল্টে যায় গোটা মানবজাতির ইতিহাস। শহরবাসীরা ফিরে এসে হতবাক। তাদের এমন সর্বনাশ কে করল। তারা যখন উৎসবে আনন্দ করছিল তখন কে এসে তাদের সব দেবতাদের এভাবে ধ্বংস করে দিল। একমাত্র আযারের ছেলে ইব্রাহিমই তো এলাকায় ছিল। বাকি সবাই তো তাদের সাথেই এই উৎসবে উপস্থিত ছিল। সবাই মিলে বলল ইব্রাহিমকে ডাকা হোক সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে জানে। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম কে সবার সামনে হাজির করা হলো। এবং জিজ্ঞেস করা হলো এ ব্যাপারে কিছু জানে কিনা।

ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: আমি কি করে জানব, তোমরা বরং তোমাদের বড় দেবতাকে তাকে জিজ্ঞেস করো। হাতুরিটাতো ওর গলায় ঝুলছে। তার কথা শুনে শহরবাসীরা আরো রেগে গেল। এই মূর্তি কি করে বাকি মূর্তিদের ভাঙবে। যখন সে নিজেই নড়তে পারে না। যখন তার কোন প্রাণ নেই। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম বললেন: তোমরা নিজেরাই যখন জানো এই মূর্তিগুলো জীবিত নয়, তারা স্রেফ পাথর। তাহলে তাদের কেন অযথা প্রার্থনা কর। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম এর এই প্রশ্নগুলো সমাজের মানুষদের এতটাই ভাবিয়ে তুললো, যে তারা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

আল্লাহ সূরা আম্বিয়াতে বলেন: এখানে আল্লাহ তাআলার যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা তাদের অনুভূতি গুলোকে একেবারে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেন তারা নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাল অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা শুনে তারা আসলে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল। এবং একপর্যায়ে তারা একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করলো। বলতে লাগলো নিশ্চয়ই তোমরা অন্যায় করেছো।

কিন্তু এরপর আল্লাহ বললেন: এই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ হল, এরপর তারা তাদের মাথার ওপর ঘুরে গেল এখানে মূলত আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে পরক্ষনেই তারা তাদের অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসলো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়ান এইট্টি ড্রিগ্রি ট্রান নেওয়া। তারা তাদের প্রথা, তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস, পূর্বপুরুষদের রীতিকে প্রাধান্য দিল সত্যকে ঢেকে দিল এবং সবাই সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলে বললো, ইব্রাহিমকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হোক। শহরের সবাই মিলে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে কাঠের এক বিরাট স্তুপ হয়ে গেলো। এরপর তারা সেখানে আগুন জালালো এবং সে আগুন এত প্রকান্ড আকার ধারন করলো যে তারা বুঝতেই পারছিলো না। যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করবে কিভাবে। (চলবে…)

সংকলনে: প্রকাশক,মেহেরপুর প্রতিদিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম, খ্রীষ্ট, ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী-রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই, পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই।

আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা- বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম (আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা

হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে

আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনান্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন

মুফতি আমীর হামজাকে সাদা পোষাকে প্রশাসনের পরিচয়ে আটক!

মুফতি আমীর হামজাকে সাদা পোষাকে প্রশাসনের পরিচয়ে তাঁর কুষ্টিয়ার সদরের ডাবিরাভিটার নিজ বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

সোমবার বিকাল ৫টার দিকে আমির হামজা তাঁর নিজ বাড়িতে গেলে তাকে

নিয়ে যাওয়া হয় বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়।

মুফতি আমির হামজার দাদা জান মোহাম্মদ জানান, আমির হামজা আজকেই বাড়িতে তাঁর মা-বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে সময় প্রশাসনের পরিচয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেছে। মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের রিয়াজ সর্দারের ছেলে। কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে পালিয়ে বেড়ানোর খবর প্রচার করেন। তবে তিনি সে বক্তব্য প্রত্যাক্ষান করে বিবৃতিও দেন। আমির হামজা বলেছিলেন আমি চোর নয় যে পালিয়ে বেড়াবো। এরই মধ্যে যশোর প্রোগাম শেষ করে বাড়িতে আসলে তাকে আটক করা হয়।

মেহেরপুরের বারাদীতে এসপিসির ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেডের পক্ষ থেকে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার বাদ আসর এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেডের বারাদি অফিস প্রধান ফোর স্টার সায়েম ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসপিসি ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস লিমিটেম এর বারাদী শাখা অফিসে দোয়া মাহফিল শেষে মোমিনপুর গ্রামের আট”শ পরিবারের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

ফোর স্টার হোল্ডার সাইম বলেন- গ্রামের মানুষের জন্য ভাল কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করি, তারই ধারাবাহিকতায় এবারের রমজানে গ্রামের আট’শ পরিবারের সাথে ইফতারের আনন্দ ভাগাভাগি করতেই আজকের এই আয়োজন। ভবিষ্যতে সমাজের অসহায় মানুষের জন্য ভাল কিছু করতে চাই।

গ্রামব্যাপী ইফতার বিতরণে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বারাদী প্রতিনিধি নাহিদ হাসান, আকাশ, জাহিদ, সালাউদ্দিন, আদম, সাঈদ, বাবু, বাপ্পি, হুসাইনসহ আরো অনেকে।

মামুনুল আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল: জান্নাত

হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হকের ‘কথিত’ দ্বিতীয় স্ত্রী জান্নাত আরা ঝর্ণা বলেছেন, ‘মামুনুল হক দীর্ঘদিন ধরেই আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। আমি রাষ্ট্রের কাছে সুষ্ঠু বিচার চাই।’

আজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানায় মামুনুলের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করার পর জান্নাত আরা সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আমীর খসরু বলেন, সোনারগাঁয়ের রয়্যাল রিসোর্টে বাদীর সঙ্গে মামুনুল হক প্রতারণা করে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে সম্পর্ক করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলা নম্বর ৩০। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে করা মামলাটি তদন্ত করবেন সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম।

মামলা হওয়ার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জান্নাতকে নারায়ণগঞ্জ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে নিয়ে যায় সোনারগাঁ থানা-পুলিশ।

মামুনুল হক দ্বিতীয় স্ত্রী দাবি করলেও মামলায় জান্নাত নিজেকে মামুনুল হকের স্ত্রী বলেননি। জান্নাত আরা বলেছেন, ‘বিয়ের প্রলোভন ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মামুনুল হক আমার সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন। কিন্তু বিয়ের কথা বললে মামুনুল করছি, করব বলে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। ২০১৮ সাল থেকে ঘোরাঘুরির কথা বলে মামুনুল বিভিন্ন হোটেল, রিসোর্টে আমাকে নিয়ে যান।’

মামুনুলের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে জান্নাত বলেন, ‘২০০৫ সালে তাঁর স্বামী মাওলানা শহীদুল ইসলামের মাধ্যমে মামুনুল হকের সঙ্গে পরিচয় হয়। স্বামীর বন্ধু হওয়ায় আমাদের বাড়িতে মামুনুলের অবাধ যাতায়াত ছিল। মামুনুলের সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলাম। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের মধ্যে প্রবেশ করে মামুনুল হক শহীদুল ও আমার মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে থাকেন।

মামুনুলের কারণে আমাদের দাম্পত্য জীবন চরমভাবে বিষিয়ে ওঠে। সাংসারিক এই টানাপোড়েনে একপর্যায়ে মামুনুলের পরামর্শে বিবাহবিচ্ছেদ হয়।’

এবারও ঈদের নামাজ মসজিদে পড়তে হবে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গত বছরের মতো এবারও ঈদের নামাজ পড়তে হবে মসজিদে। ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পড়া যাবে না।

সোমবার ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

এর আগে করোনার ঊর্ধ্বগতির কারণে মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি জামাতে অংশ নিতে পারবেন বলে নির্দেশনা দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়।

করোনা পরিস্থিতিতে ১৪ এপ্রিল থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত মসজিদে নামাজ আদায়ে এ নির্দেশনা বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়, করোনা পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ওয়াক্তে সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশ নিতে পারবেন। রমজানে তারাবির নামাজে খতিব, ইমাম, হাফেজ, মুয়াজ্জিন ও খাদিমসহ সর্বোচ্চ ২০ জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করবেন। জুমার নামাজে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুসল্লিরা অংশ নেবেন।

হেফাজত নেতা মামুনুল গ্রেপ্তার

হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া মাদ্রাসা থেকে দুপুর ১২টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর মামুনুলকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর সাম্প্রতিক সহিংসতা ও রিসোর্টকাণ্ডে রাজধানীর পল্টন থানা ও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানায় দুটি মামলা হয়েছে মামুনুল হকের বিরুদ্ধে। এছাড়া, ২০১৩ সালের শাপলা চত্বর তাণ্ডবের ঘটনাতেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে।

মামুনের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ কমিশনার হারুন অর রশীদ।